RAMSADAY COLLEGE, AMTA, HOWRAH

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

SEMESTER-IV

PLSA

(CC-9)

NAME OF THE TEACHER-TANUSHREE SARKAR

PAPER-GLOBAL POLITICS SINCE 1945

MODULE-II

STUDY MATERIAL-II

TOPIC- INDIA-BHUTAN RELATIONS

Historical Ties

১৯১০ সাল থেকে ভারত-ভুটান সম্পর্ক ভাগাভাগি করে যখন ভুটান ব্রিটিশ ভারতের একটি '**আশ্রিত** রাজ্য' **(Protectorate State)** হয়ে ওঠে, ব্রিটিশদের তার বৈদেশিক বিষয় ও প্রতিরক্ষা বিষয়টিকে "গাইডড" করতে দেয়। ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, ভুটান প্রথম দেশগুলির মধ্যে এটি স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ১৯৬৮ সালে থিম্পুতে ভারতের একটি বিশেষ অফিস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারত ও ভুটানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর আগে ভুটানের সাথে ভারতের সম্পর্কগুলি সিকিমের রাজনৈতিক অফিসার দ্বারা দেখাশোনা করা হত। ১৯৭১ সালে ভুটান ভারতের একটি বিশেষ প্রতিনিধির কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ভারত-ভুটানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মূল কাঠামো ছিল ১৯৪৯ সালে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা চুক্তি, যা ফেব্রুয়ারী ২০০৭ এ সংশোধিত হয়েছিল * | ভারত-ভুটান বন্ধুত্ব চুক্তি কেবল আমাদের সম্পর্কের সমসাময়িক প্রকৃতিই প্রতিবিম্বিত করে না, তবে একবিংশ শতাব্দীতে তাদের ভবিষ্যতের উন্নয়নের ভিত্তিও রাখে। ভারত এবং ভুটানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী ২০১৮ সালে উদযাপিত হয়েছিল।

(*)

- সংশোধিত ইন্দো-ভুটান বন্ধুত্ব চুক্তি থিম্পুকে তার বিদেশ ও প্রতিরক্ষা নীতি পরিচালনার আরও ক্ষমতা দিয়েছে।
- ২০০৭ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি ভুটানের বাদশাহ জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক এবং বিদেশমন্ত্রী প্রনব মুখোপাধ্যায় এই আপডেট হওয়া চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।
- ১৯৪৯ সালের ৮ ই আগস্ট দার্জিলিংয়ে স্বাক্ষরিত মূল চুক্তিটিতে নয়টি ধারা রয়েছে এবং নতুনটির রয়েছে দশটি।
- চুক্তির পুনর্বিবেচনার সাথে ধারা ২ ও ৪ সহ কয়েকটি ধারা সংশোধন করা হয়েছে যা ভুটানকে তার বিদেশনীতি আরও স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম করবে তবে ভারতের সুরক্ষা স্বার্থকে মাথায় রেখেই থাকবে।
- অনুচ্ছেদ ২, যা বলেছে যে ভুটান তার বিদেশি নীতি পরিচালনার সময় ভারতের পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হবে, এমন একটি ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে যা সহযোগিতার কথা বলে। এ বিষয়ে একটি ঘনিষ্ঠ পরামর্শমূলক ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।

- ৪ নং অনুচ্ছেদে সংশোধন করলে ভুটান ভারতের সম্মতি ছাড়াই অন্যান্য দেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম আমদানি করতে পারবে। তবে এই ধারাটি জোর দিয়েছিল যে এটি করার সময় থিম্পু ভারতের স্বার্থকে বিবেচনায় রাখবে।
- সংশোধিত চুক্তিতে পারস্পরিক সুবিধার জন্য বিদ্যমান তবে অপ্রয়োজনীয় সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- এটি উভয় দেশের নাগরিকদের আচরণ বা তাদের যে মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থায় রয়েছে তা পরিবর্তনের কথা কল্পনা করে না।
- নতুন চুক্তি সম্পর্কের সমসাময়িক স্বভাবকে প্রতিফলিত করে এবং নয়াদিল্লি ও থিম্পুর মধ্যে ভবিষ্যতের সম্পর্কের উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

ভুটানের ভারতে তাৎপর্য

ভৌগোলিক তাত্পর্য- ভুটানের তাত্পর্য ভারতের কাছে তার ভৌগলিক অবস্থান থেকে পাওয়া যায়

১। ভারত-ভুটান প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি হিমালয়ের কোলে পড়ে আছে।

২. ভারত ভুটানের সাথে ৬৯৯ কিলোমিটার সীমানা ভাগ করে নেয় এবং ভারতের চারটি রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গকে সংযুক্ত করে।

৩. ভারত-ভুটান আন্তর্জাতিক সীমান্ত রেখার নাম জয়গাঁও (পশ্চিমবঙ্গ)

4.। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত, এটি ভারত এবং চীনের মধ্যে স্যান্ডউইচড সুতরাং, এটি দুটি দেশের মধ্যে একটি বাফার (Buffer)* হিসাবে কাজ করে।

(*) (বাফার স্টেট- দুটি প্রতিকূল দেশের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট্ট নিরপেক্ষ দেশ এবং আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের প্রাদুর্ভাব রোধে সেবা দিচ্ছে।)

৫. ভুটানের বর্তমান সীমানাগুলি সুরক্ষিত করা বিশেষত এর পশ্চিম সমান্ত ভারতের পক্ষে স্পষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক তাত্পর্য-ভুটান ভারতীয় পণ্যদ্রব্যগুলির জন্য একটি বাজার সরবরাহ করে এবং এটি ভারতীয় বিনিয়োগের গন্তব্য। ভারতের জন্যও, ভুটান হাইড্রোপওয়ারের উত্স।
৭। রাজনৈতিক তাত্পর্য- একটি রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ভুটান ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। একটি অস্থিতিশীল ভুটান ভারতবিরোধী ক্রিয়াকলাপগুলিতে একটি নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারে।

সহযোগিতা ভারত-ভুটান অঞ্চলসমূহ। (Areas of Cooperation)

১. উচ্চ স্তরের দর্শন ***(High Level Visits)***

বিশ্বাস এবং বোঝার দ্বারা চিহ্নিত তিহ্যগতভাবে অনন্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বছরের পর বছর ধরে পরিপক্ক হয়েছে। দু'দেশের মধ্যে নিয়মিত পরিদর্শন এবং উচ্চ পর্যায়ের সংলাপের তিহ্যের মধ্য দিয়ে বিশেষ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা হয়েছে। ২০১৩ সালের ৬৪ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের জন্য মেজাজি জিগমে খেসার নামগিয়াল ওয়াংচাক প্রধান অতিথি ছিলেন। তারা আবারও ২০১৪ সালের অক্টোবরে লন্ডন স্কুল, সানাওয়ার (১৬৭ তম ফাউন্ডার দিবস উদযাপনের প্রধান অতিথি হিসাবে) এর একটি ব্যক্তিগত সফরে ভারত সফর করেছিলেন। এবং অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৭ চলাকালীন, ভুটানের রাজা মহামহিম ভুটানের কুইন ও রয়েল প্রিন্স তাঁর রাজকীয় মহিমা জিগমে নামগিয়েলের সাথে ভারত সফর করেছিলেন এবং দ্বিপক্ষীয় আগ্রহের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পরে, 30 আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত লিওনচেন শেরিং টোব্বে ভারতে প্রথম অফিশিয়াল সফর শুরু করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তোব্বই এবং Foreign সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে বিদেশমন্ত্রীর অন্তর্ভুক্ত আবারও ভারত সফর করেছেন . ২৫-২৮ মে, ২০১৪ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী টোব্বে 10-18 জানুয়ারী 2015 পর্যন্ত ভারতে একটি সরকারী সফর করেছেন। তিনি আহমেদাবাদে ভাইব্রান গুজরাট শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনকে সম্বোধন করেছিলেন এবং গুজরাটের বেশ কয়েকটি সফল প্রকল্প পরিদর্শন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী টোবগাই ১৩ থেকে ১ নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত গোয়ায় "সভ্যতা থেকে শিক্ষা" শীর্ষক থিম 2 ইন্ডিয়া আইডিয়াস কনক্লেভের প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি ২০১৬ সালের

জানুয়ারিতে কলকাতায় গিয়েছিলেন (২ য় বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে অংশ নিতে), মে মাসে (অংশ নিতে) বিমসটেকব্রিকস আউটরিচ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে । ২০১৬ সালের অক্টোবরে সিএম, পশ্চিমবঙ্গ) এবং গোয়ার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী টোবগে অসমের গুয়াহাটিতে ৩১ শে মার্চ, ২০১৭ তে "নামামি ব্রহ্মপুত্র" নদী উত্সবটির অতিথি হিসাবে উদ্বোধন করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১৫-১৬ জুন, ২০১৪ থেকে ভুটানে একটি রাষ্ট্রীয় সফর করেছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই বিদেশে তাঁর প্রথম সফর ছিল। এই সফর দু'দেশের মধ্যে নিয়মিত উচ্চ স্তরের বিনিময়ের তিহ্যকে জোরদার করেছে। ২০১৪ সালে এই সফরকালে, তিনি ৬০০ মেগাওয়াট খোলংছু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং ভারত সরকারের সহায়তায় নির্মিত সুপ্রিম কোর্টের ভবনটি উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী নেহেরু ওয়াংচাক বৃত্তি দ্বিগুণ করার ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ভুটানের সমস্ত ২০ টি জেলা জুড়ে একটি ই-লাইব্রেরি প্রকল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকারের সহায়তার ঘোষণাও দিয়েছিলেন।

ভুটানের রাজার আমন্ত্রণে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় --৮ নভেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ভুটানে একটি রাষ্ট্রীয় সফর করেছিলেন। সফরকালে রাষ্ট্রপতি "ভারত-ভুটান সম্পর্ক" সম্পর্কিত একটি বক্তব্য প্রদান করেন এবং তিনটি জিওআইয়ের উদ্বোধন করেন স্কুল সংস্কার কর্মসূচী, পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়ক এবং বিদ্যুৎ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে উন্নীতকরণ প্রকল্প হিসাবে সহায়তাকারী প্রকল্পসমূহ এবং তিনি রাষ্ট্রদূতবৃত্তি বৃত্তি প্রোগ্রামকে বছরে এক কোটি রুপি থেকে দ্বিগুণ করারও ঘোষণা করেছিলেন। দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা নিয়ে তিনটি সমঝোতা স্মারক শিক্ষার ক্ষেত্র এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভুটান রাজ্য সফর করেছিলেন। 17-18 আগস্ট 2019. দুই প্রধানমন্ত্রী ভুটানে ভারতীয় জারি করা রুপে কার্ড আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেছিলেন এবং ভুটানে বিএইচআইএম (BHIM) (অর্থের জন্য ভারত ইন্টারফেস) অ্যাপও চালু করেছিলেন।

ভুটানিজ সাইড থেকে ভারতে ভ্রমণের তালিকা (জানুয়ারী 2018 থেকে)

1 প্রধানমন্ত্রী, লিওনচেন শেরিং টবগেই ভারতের আসাম সফর করেছেন। 1-4 ফেব্রুয়ারি, 2018

২। ভুটানের রাজা মহামান্য জিগমে খেসার নামগিয়াল ওয়াংচক ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর রাজ্য সমাধিতে যোগ দিতে ভারত সফর করেছিলেন। .
৩। 17 আগস্ট, 2018 প্রধানমন্ত্রী, লিওনচেন (ড।) লোটে শেরিং প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ভারত সফরে প্রথম সরকারী সফর করেছেন, ২৭-২৯ ডিসেম্বর, ২০১৮
৪। লিওনচেন (ড।) লোটে শেরিং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ভারত সফর করেছিলেন। নরেন্দ্র মোদী। 30 মে -01 জুন, 2019.

২ জলবিদ্যুৎ সহযোগিতা (Hydropower Cooperation)

ভুটানের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি জয়-সহযোগিতার উদাহরণ। ভুটান ভারতে সস্তা এবং পরিষ্কার বিদ্যুতের একটি নির্ভরযোগ্য উত্স সরবরাহ করছে, ভুটানের জন্য রফতানি আয় উপার্জন করছে এবং আমাদের অর্থনৈতিক সংহতকরণ সিমেন্টিং করছে। এখনও অবধি ভারত সরকার ভুটানে মোট ১৪১৬ মেগাওয়াট (৩৩6 মেগাওয়াট চুখা এইচইপি, মেগাওয়াট কুড়িচু এইচপি এবং ১০০ মেগাওয়াট তালা এইচপি) তিনটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করেছে, যা ভারতে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ রফতানি করছে এবং রফতানি করছে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ উত্পাদিত শক্তি রফতানি করা হয় এবং বাকিটি গৃহস্থালী ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

জলবিদ্যুৎ খাতে ভারত ও ভুটানের মধ্যে চলমান সহযোগিতা ২০০৬ সালের মার্চ মাসে স্বাক্ষরিত জলবিদ্যুতে সহযোগিতা বিষয়ক প্রোটোকল এবং ২০০৬ সালের চুক্তির প্রোটোকলের আওতায় আসে। এই প্রোটোকলের আওতায় ভারত সরকার ভুটানের রয়্যাল সরকারকে সহায়তা করতে সম্মত হয়েছে ২০২০ সাল নাগাদ ন্যূনতম 10,000 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন এবং এ থেকে ভারতে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ আমদানি করা উচিত It এই প্রসঙ্গেই ২০১৯ সালে নেপাল সফরকালে মোদী মাঙ্গছেছু নদীর তীরে একটি 720 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন। ফলস্বরূপ, ভারতের সহায়তা এখনও পর্যন্ত ভুটানের জলবিদ্যুৎ উত্পাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে 2000 মেগাওয়াট, যা জয়-সহযোগিতার শক্তিশালী প্রতীক হিসাবে দেখা হয়।

বর্তমানে তিনটি আন্ত-সরকারী (আইজি) মডেল এইচইপি রয়েছে: 1200 মেগাওয়াট পুনটসংশু (Punatsangchhu) -১, 1020 মেগাওয়াট পুনটসংশু ((Punatsangchhu) -২ এবং 720 মেগাওয়াট মংডেচু (Mangdechhu) বাস্তবায়িত। এপ্রিল ২০১৪ সালে, ভারত ও ভুটানের মধ্যে আরও চারটি এইচপি'র সক্ষমতা 2120 বিকাশের জন্য একটি আন্তঃসরকারী চুক্তি স্বাক্ষরিত

হয়েছিল: (ক) মেগাওয়াট 600 মেগাওয়াট খোলাংছু (Kholongchhu), (খ) 180 মেগাওয়াট বুনাখা (Bunakha), (গ) 570 মেগাওয়াট ওয়াংছু (Wangchhu) এবং (ডি) যৌথ ভেনচার মডেল এর আওতায় 770 মেগাওয়াট চামখারছু (Chamkharchhu)। এই প্রকল্পগুলির উভয়ই জেভি (Joint Venture)-অংশীদারদের জেভি-কোম্পানির প্রতিটি 50:50 শেয়ারহোল্ডিংয়ের মালিক হবে। আরও, এমইএ (Ministry of External Affairs or MEA) অনুদান হিসাবে ড্রুক গ্রিন পাওয়ার কর্পোরেশনের (ভুটানস) ইক্যুইটির অংশীদারি দিচ্ছে।

৩। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য (Bilateral Trade)

ভারত ভুটানের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। 2018 সালে, দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় মোট বাণিজ্য দাঁড়িয়েছে রুপি ৯২২7.7 কোটি টাকার মোট আমদানি 5528.5 কোটি (ভুটানের মোট আমদানির 82%) এবং রফতানি রেকর্ড করা হয়েছে 3205.2 কোটি বিদ্যুত সহ (ভুটানের মোট রফতানির 90%)।

ভারত থেকে ভুটানের প্রধান রফতানি হ'ল খনিজ পণ্য, যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বেস ধাতু, যানবাহন, উদ্ভিজ্জ পণ্য, প্লাস্টিক এবং নিবন্ধগুলি। ভুটান থেকে আমদানির প্রধান আইটেমগুলি হ'ল বিদ্যুৎ, ফেরো-সিলিকন, পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট, ডলোমাইট, সিলিকনের ক্যালসিয়াম কার্বাইড, সিমেন্টের ক্লিকার, কাঠ ও কাঠের পণ্য, আলু, এলাচ এবং ফলের পণ্য।

উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য ভারত-ভুটান বাণিজ্য ও ট্রানজিট চুক্তি ১৯৭২ দ্বারা পরিচালিত হয় যা সর্বশেষে ২০১৬ সালের নভেম্বরে পুনর্নবীকরণ হয়েছিল (২৯ জুলাই ২০১৭ কার্যকর হয়েছিল)। চুক্তি দুটি দেশের মধ্যে একটি মুক্ত-বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির বিধান অনুসারে, ভুটানস এনগল্ট্রামস এবং আইএনআর-তে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য লেনদেন করতে হবে। চুক্তিতে তৃতীয় দেশগুলিতে ভুটান রফতানির শুল্কমুক্ত পরিবহণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪। বর্ডার ম্যানেজমেন্ট **(Border Management)**

উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত পরিচালনা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে একটি সচিব-স্তরের প্রক্রিয়া রয়েছে। সীমান্ত পরিচালনা ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে সমন্বয়ের সুবিধার্থে সীমান্তবর্তী

রাজ্যগুলি এবং ভুটানের রয়েল সরকারের মধ্যে একটি সীমান্ত জেলা সমন্বয় বৈঠক ব্যবস্থাও রয়েছে।

৫। ভুটানের ১২থ দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩) (12th Five Year Plan)

ভুটানের দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে স্বনির্ভরতা এবং অন্তর্ভুক্ত সবুজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে মোট ৩১০ বিলিয়ন ডলার বাজেট রয়েছে। ভারত সরকার উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য ৪৫০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় ভুটানের ১২ তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অতিরিক্ত হিসাবে, নয়াদিল্লি ট্রানজিশনাল ট্রেড সাপোর্ট (Transitional Trade Support)সুবিধার্থে ৪০০ কোটি রুপি সহায়তাও দিয়েছে। ৫১ টি বৃহত ও মধ্যবর্তী প্রকল্প এবং ৩৫৯ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এসডিপি) / উচ্চ প্রভাব সম্প্রদায় উন্নয়ন প্রকল্প (এইচআইসিডিপি) দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

৬। জলীয় সম্পদ **(Water Resource)**

ভারত এবং ভুটানের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলীয় ভুটান এবং পার্শ্ববর্তী সমতল অঞ্চলগুলিতে পুনরাবৃত্ত বন্যা ও ক্ষয়ের সম্ভাব্য কারণসমূহ ও প্রভাবগুলি নিয়ে আলোচনা / পর্যালোচনা করতে এবং উভয়কেই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করার জন্য ভারত ও ভুটানের মধ্যে বন্যার ব্যবস্থাপনায় একটি যৌথ গ্রুপ (জেজিই) রয়েছে। সরকার।

৭। শিক্ষামূলক এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা (Educational and cultural Cooperation)

ভারত ভুটান শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বাধিক জনপ্রিয় শিক্ষাগত গন্তব্য - প্রায় ৪০০০ ভুটান শিক্ষার্থী ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি রয়েছে। ভারত সরকার আন্ডার-গ্রাজুয়েট স্তর এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ভুটান শিক্ষার্থীদের প্রচুর বৃত্তি প্রদান করে।
দুই দেশের মধ্যে প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান রয়েছে। ভুটানের বেশ কয়েকটি তীর্থযাত্রী ভারতে পবিত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ভ্রমণে যান। সম্পর্কের বিশেষ প্রকৃতির প্রতিফলন করে, দু'দেশ কাজ, পর্যটন, কেনাকাটা, চিকিত্সা সেবা ইত্যাদির জন্য নিয়মিত ভ্রমণকারীদের নিয়মিত বিনিময়ের সাথে একটি মুক্ত সীমানা ভাগ করে তদুপরি, ২০১৯ সালে, আইনজীবি শিক্ষা

এবং গবেষণার উপর তাদের সম্পর্ক বাড়ানোর বিষয়ে টিমফুতে ন্যাশনাল ল স্কুল অফ ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, বেঙ্গালুরু এবং জিগমসিংয়েওয়্যাংচাক স্কুল অফ ল এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি।

৮। ডিজিটাল এবং স্পেস সহযোগিতা **(Digital and Space Cooperation)**

কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫১ তম বছরে, ভারত এবং ভুটান তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ডিজিটাল এবং স্পেস ডোমেনে প্রসারিত করে ২০১৯ সালে নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। ২০১৯ সালে, নেপাল সফরকালে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভুটান ভুটানে রুপে কার্ড, বিএইচআইএম (ভারত ইন্টারফেস ফর মানি) অ্যাপ্লিকেশন, ড্রুক্রেইনকে ভারতের জাতীয় জ্ঞান নেটওয়ার্কের সাথে একীকরণ এবং ইসরো দ্বারা নির্মিত গ্রাউন্ড আর্থ স্টেশনের সূচনা

৯। রাষ্ট্রদূতের বৃত্তি (Ambassador's Scholarship)

স্ব-অর্থায়নের ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন / কলেজে অধ্যয়নরত মেধাবী ও যোগ্য ভুটান শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অন্যান্য উপযুক্ত প্রার্থীদেরও রাষ্ট্রদূতের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি বছর এই মিশনটি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সরাসরি ১000 টিরও বেশি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম গ্রহণ করে।

এই বৃত্তির তহবিলের বরাদ্দকে এর পরে দ্বিগুণ করা হয়েছে বার্ষিক Rs.৪ কোটি. ২০১৮ পর্যন্ত ৫৯২৮ এরও বেশি ভুটান শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তি থেকে উপকৃত হয়েছে।

১০। ভুটান আইসিসিআর বৃত্তি সহায়তা। **(Aid- to- Bhutan ICCR Scholarship)**

আইসিসিআর স্কলারশিপের আওতায় ভুটান শিক্ষার্থীদের প্রতিবছর বিশটি পুঁজিযুক্ত স্লট (Seats)সরবরাহ করা হয়। এইড-টু ভুটান আইসিসিআর স্কলারশিপ স্কিমটি ভুটানে একাডেমিক অধিবেশন ২০১২-১৩ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভারতের নামীদামী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে স্থাপন করা হয়। দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীর মেধা র‍্যাঙ্কিংয়ের(RGoB) ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (ডিএইচইই) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আরজিওবি-এর পরামর্শে ভারত সরকার বৃত্তি প্রদান করে by ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে একশো বিশ (১২০) জন শিক্ষার্থী এই বৃত্তি লাভ করেছে। ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য, এই স্কলারশিপ স্কিমের অধীনে বিশ জন শিক্ষার্থী বাছাই করা হয়েছিল এবং তাদের ভারতে মর্যাদাপূর্ণ ইনস্টিটিউটে স্থান দেওয়া হয়েছে।

১১. আইটিইসি (ভারতীয় প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (ITEC Training Programme Scheme)

প্রতি বছর ভারত আইটিইসি প্রোগ্রামের অধীনে 300 প্রশিক্ষণ স্লট এবং ভিসিট্যান্সের প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নীত করার জন্য টিসিএস কলম্বো পরিকল্পনার অধীনে আরও 60 টি স্লট প্রদান করে এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের বিমান ভাড়া, টিউশন ফি, আবাসন এবং থাকার ভাতা প্রদান করা হয় ভারত সরকার দ্বারা। মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনার সময় এই মিশনে গত বছর ৪০ টি অতিরিক্ত স্লট দেওয়া হয়েছিল এবং মিশন এই প্রকল্পের আওতায় ২৮২ টি স্লট গ্রহণ করেছে। 2012-2013 থেকে 2018-2019 পর্যন্ত প্রশিক্ষণ বছরগুলিতে, আইটিইসি এবং টিসিএস কলম্বো পরিকল্পনার অধীনে 1500 টিরও বেশি ভুটান প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

12. ভারত-ভুটান ফাউন্ডেশন (India-Bhutan Foundation)

শিক্ষা, সংস্কৃতি, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও পরিবেশ সুরক্ষার মতো কেন্দ্রবিন্দুতে লোকের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে লোকের আদান-প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে ২০০৩ সালের আগস্টে ভারত-ভুটান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহামহিমের (তৎকালীন ক্রাউন প্রিন্স) ভারত সফরের সময়। ভুটান এবং ভারতের রাষ্ট্রদূত হলেন ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি। থিম্পু ভুটান, ২০১৯সালে ১৮ তম পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৩. নেহেরু - ওয়াংচাক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র **(Nehru-Wangchuck Cooperation)**

দুই দেশের মধ্যে প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান রয়েছে। থিম্পুতে নেহেরু ওয়াংচাক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি সারা বছরই সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে অবিরাম। এই কেন্দ্রে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত, তবলা এবং যোগের জন্য নিয়মিত ক্লাসের আয়োজন করা হচ্ছে। এনডব্লিউসিসি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, সিনেমা শো, সেমিনার ইত্যাদিরও আয়োজন করে।

১৪. ভারতীয় সম্প্রদায় (Indian Community)

ভুটানে প্রায় ,000০,০০০ ভারতীয় নাগরিক বসবাস করছেন, তারা বেশিরভাগ জলবিদ্যুৎ ও নির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত আছেন। এছাড়াও, সীমান্তবর্তী শহরগুলিতে দৈনিক ৮০০০ থেকে ১০,০০০ কর্মী ভুটানে প্রবেশ ও প্রস্থান করেন।

.১৫। বহুপাক্ষিক সহযোগিতা (Multilateral Cooperation)

• ভারত-ভুটান দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যারা দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বিষয়ে আলোচনা করে।

• উভয় দেশই বিবিআইএন (বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপাল), বিমসটেক (বঙ্গোপসাগরের উপসাগরীয় বহুজাতিক অঞ্চল ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা) ইত্যাদির মতো অন্যান্য বহুপাক্ষিক ফোরামেও ভাগ করে।

ভারত-ভুটান সম্পর্কের চ্যালেঞ্জস (Challenges to India-Bhutan Relations)

১. এমন কিছু উদাহরণ রয়েছে যেখানে ভারত ভুটানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে।

২। ক্রমবর্ধমানভাবে, ভুটানরা তাদের অর্থনীতিতে ভারতের ভূমিকা শোষণমূলক হিসাবে দেখা শুরু করেছে। ভুটানে ‘বেকার প্রবৃদ্ধি’ তৈরির জন্য ভারতীয় সহায়তার সমালোচনা করা হচ্ছে।

৩. ভুটানের একটি ক্রমবর্ধমান অনুভূতি রয়েছে যে ভুটানের জলবিদ্যুৎ উত্পাদনের ভারতের বিকাশ স্ব-স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত কারণ এটি তুলনামূলকভাবে সস্তা দরে ভুটানের উদ্বৃত্ত শক্তি পাচ্ছে। ভুটানের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির ভারতের সহায়তার মধ্যে অর্থ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর্থিক শর্তাদি ক্রমশ ভুটানের বিপরীতে যেতে দেখা যায়।

৫। লুমিং হুমকি: চীন বিকল্প সম্পর্কে ভারতের নেতিবাচক ধারণাগুলি ভুটানদের ভারতের আলিঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে নিতে আরও আগ্রহী করতে পারে। এমন সময়ে যখন বেইজিং ভুটানকে ঘৃণা করছে, তখন থিম্পুও বেইজিংয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অন্বেষণে আরও আগ্রহী হতে পারে।

৬। চাইনিজ বৃত্তি যদিও ভুটান এবং চীন এখনও সরকারী কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক না রাখে, চীন হিমালয় রাজ্যে একটি নরম শক্তি আক্রমণ চালিয়েছে। বেইজিং ভুটান শিক্ষার্থীদের চীনে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি বাড়িয়েছে এবং ভুটানে শিল্পী, অ্যাক্রোব্যাট এবং ফুটবলারদের প্রেরণ করেছে। প্রতিবেদন অনুসারে, ভুটানে চীনা পর্যটক আগমনকারীরা এক দশক আগে ১৯৯০

সাল থেকে ১৯৯১ সালে ৯,৩৯৯ (মোট আগতদের ১৯%) বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ভুটানে চীনের নরম শক্তি আক্রমণাত্মক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

৬।চীনের সাথে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ভুটানের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা জোর দিয়ে বলছেন যে চীনের সাথে একটি 'স্বাভাবিক সম্পর্ক' দীর্ঘকাল ভুটানকে উপকৃত করবে কারণ এটি তার সার্বভৌমত্বকে আরও শক্তিশালী ও সুরক্ষিত করবে।

৭. গুরুত্বপূর্ণভাবে, ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস চীনের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, এর বেল্ট এবং রোড ইনিশিয়েটিভ (Belt and Road Initiative) এবং চীনা বিনিয়োগ এবং দক্ষতা যে অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে আনছে সেই সূক্ষ্ম অবকাঠামো সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়িয়েছে।। এটি তিব্বত এবং চীনের অন্যান্য অংশে বাজার উন্মুক্ত করবে।

৮. চুম্বি উপত্যকা এবং ডোকলামের মতো গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চীনের দাবি এবং ভুটানের সাথে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়ানোর নিরন্তর প্রচেষ্টা ভারতের জন্য ক্রমাগত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Conclusion

উপরের পরিস্থিতি প্রকাশ করে যে ভুটান প্রতিবেশীদের বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে যাদের সাথে ভারতের উদার সম্পর্ক রয়েছে। তারা 'গুজরাল মতবাদ' এবং নরেন্দ্র মোদীর 'নেবারহুড ফার্স্ট' নীতির অংশ গঠন করে। ভুটান অর্থনৈতিকভাবে তাদের উন্নয়নের দিকে ভারতের সহায়তা এবং সহায়তার উপরও নির্ভরশীল। ভারত তাদের বিশাল সহায়তা প্রদান এবং প্রায় সকল ধরণের অবকাঠামো তৈরিতেও ধারাবাহিকভাবে কাজ করে আসছে। ভুটান ভারতের সুরক্ষার কাঠামোর অংশও তৈরি করে। ভুটান হ'ল দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র প্রতিবেশী যাদের সাথে ভারত কখনও বিতর্কের গুরুতর বিষয় ছিল না। কখনও কখনও ছোটখাটো ভুল ধারণা জাগ্রত হয় তবে তা কখনও দ্বন্দ্ব বা সংকটের আকার নেয় না। সুতরাং, ভুটানের সাথে ভারত দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপক্ষীয় ফোরামে উষ্ণ সম্পর্ক উপভোগ করেছে। শুধু সরকারেই নয় - থেকে - সরকারী স্তরগুলি, তবে জনগণের কাছেও জনগণের স্তরে ভারত সম্পূর্ণ শুভেচ্ছার এবং উষ্ণতার সম্পর্ক উপভোগ করে।

Bengali Translation from:

1. India-Bhutan Ties Are Thriving https://thediplomat.com/2019/08/india-bhutan-ties-are-thriving/

2. India-Bhutan Relations: Fostering the Friendship https://takshashila.org.in/wp-content/uploads/2018/05/TSA-India-Bhutan-Relationships-SR-SM-HH-2018-3.pdf

3. Joint Statement on the State Visit of Prime Minister of India to Bhutan https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/31739/Joint_Statement_on_the_State_Visit_of_Prime_Minister_of_India_to_Bhutan

4. India-Bhutan Relations http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Country_brief_Bhutan_December_2018.pdf

5. INDIA-BHUTAN FRIENDSHIP TREATY, 2007 https://mea.gov.in/Images/pdf/india-bhutan-treaty-07.pdf